গাংনীতে টিউবয়েলে স্বয়ংক্রিয় পানি, রোগমুক্তির গুজব!

একটি টিউবয়েল থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি বের হচ্ছে গত চারদিন ধরে। ওই পানি পান করলেই মিলবে রোগমুক্তি, সারবে দুরারোগ্য ব্যধি ক্যান্সারসহ নানা ধরনের জটিল ও কঠিন রোগ! এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ার পরই দূর-দূরান্ত থেকে পানি নিতে শত শত মানুষ ভীড় করছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের আনারুলের বাড়িতে।

গত চারদিন ধরে তাঁর বাড়ির একটি টিউবয়েলে কোন বৈদুতিক মটর বা হাতের চাপ ছাড়াই পানি উঠছে। তবে এ পানি পান করে কারো রোগমুক্তি হয়েছে কিনা কেউ বলতে পারেনি। এটিকে পুঁজি করে ব্যবসার ফন্দি আঁটছে একটি চক্র। তবে প্রশাসন বলছে যদি কেউ প্রতারণা করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জানা গেছে, ভবানীপুর গ্রামের আনোরুল ফকিরের বাড়ির টিউবয়েল দিয়ে হঠাত পানি উঠতে থাকে। এলাকার লোকজন এটিতে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে এবং এর পানি পান করলে রোগমুক্তি হবে ভেবে পানি নেয়া শুরু করেন। অনেকেই রোগমুক্তির প্রচারণা চালানোর পর ভবানীপুর ও আশেপাশের এলাকার লোকজন পানি নিতে ভীড় জমায়। কেউ আসছেন গোপন রোগ ভাল করার নিয়্যতে। আবার অনেকেই আসছেন ক্যান্সারসহ দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে। বিশেষ করে বিকেল থেকে পানি নেয়ার ভীড় লক্ষ্য করা গেছে।

শুক্রবার বিকেলে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বিভিন্ন বয়সি নারী পুরুষের ভীড়। কেউ বা পানি নিয়ে যাচ্ছেন। আবার কেউবা ওখানে নিয়্যত করেই পানি পান করছেন। পানি নিতে আসা কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের গরুড়া গ্রামের মহিদুল জানান, তার ও তার ছোটভায়ের গোপন রোগ মুক্তির জন্য পানি নিতে এসেছেন। বিভিন্ন ডাক্তার কবিরাজের কাছে চিকিৎসা নিয়েও তা ভাল হয়নি।

ভবানীপুরের হাবিবুর জানান, চোখে কম দেখেন তিনি। ওই পানি দিয়ে চোখ পরিস্কার করলে ভাল হবে, মনে করে খাস নিয়তে তিনি পানি নিয়ে যাচ্ছেন। তবে কাউকে কোন টাকা দিতে হচ্ছে না।

গোয়াল গ্রামের বৃদ্ধ চম্পা এসেছেন তার মেয়ের বন্ধ্যাত্ম দূরী করণের জন্য। বিয়ের ১০ বছর পার হলেও তার মেয়ের কোন বাচ্চা নেই।

এদিকে একটি চক্র ওই টিউবয়েলটিকে ঘিরে ব্যবসার ফন্দি আঁটছেন। অনেকেই এটিকে অলৌকিক বলে দাবী করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন। কেউ বা নতুন করে রাস্তা তৈরীর কাজে ব্যস্ত। তাদের দাবী পানি পান করলে রোগ ভাল হবে। পানির অপর নাম জিবন। অনেকের রোগ ভাল হয়েছে বলে দাবী করলেও কোন লোককে দেখাতে পারেন নি তারা।

কুঞ্জনগর গ্রামের জামে মসজিদের ঈমাম রমজান আলী জানান, এসব কুসংস্কার। রোগ ব্যধি ভাল হবার করবার জন্য মানুষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিবেন। পানি পান করলে কোন রোগ ভাল হয় কিনা সেটি তার অজানা। ঝাড় ফুক দিয়ে মনের দ্বিধা দুর করানো যায় কিন্তু দেহের রোগ নয়।

উপজেলা গণস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমান জানান, আমরা ঘটনাটি জেনেছি। এটির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি নেই। নলকূপের পানিতে রোগমুক্তি হয় এমন তথ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে নেই। যারা পানি নিচ্ছে বা পান করছে তারা গুজবে কান দিয়ে সেখানে ভিড় করছে বলেই আমরা মনে করি।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, ওই স্থানে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে জন্য নজরদারীতে রাখা হয়েছে। পুলিশ ক্যাম্পে জানানো হয়েছে ও সতর্ক করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, ওই টিউবয়েলের পানিতে রোগ সারাবে কিভাবে তা বোধগম্য নয়। এটি প্রতারণার ফাঁদ মাত্র। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীকে পাঠানো হবে এবং টিউবয়েলটিকে বন্ধ করে দেয়া হবে।

মেহেরপুর শহরে জুয়েলারি দোকানে দুর্ধর্ষ চুরি

মেহেরপুর শহরের বড়বাজারের সানন্দা জুয়েলার্স নামের একটি জুয়েলারি দোকানে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় নগদ টাকাসহ ২০ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার চুরি হয়েছে বলে দাবি দোকান মালিকের।

শুক্রবার রাতের কোন এক সময় সংঘবদ্ধ চোরের দল এ ঘটিয়েছে।
দোকান মালিক শ্রী নির্মল কুমার হালদার জানান, শুক্রবার রাতের কোন এক সময় দোকানের পেছনের দেয়াল ভেঙে চোরের দল দোকানে প্রবেশ করে। তারপর দোকানের সিন্দুক ভেঙে নগদ টাকা, সোনা, রুপাসহ ২০ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। তিনি জানান, শনিবার সকালে দোকান খুলে দেখেন দোকানে কোন মালামাল নেই। সব চুরি হয়ে গেছে।

খবর পেয়ে মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, সদর থানার ওসি শাহ দারা খানসহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
এসময় পুলিশ সুপার বলেন, ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে। যে কোন মূল্যে তাদের গ্রেফতার করে চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধার করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ছহিউদ্দীন ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগ’র মাস্ক বিতরণ ও ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী দের সহযোগিতা

শনিবার দুপুরে ছহিউদ্দীন ডিগ্রি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি সহযোগিতার পাশা পাশি মাস্ক বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

নবীন ভর্তিচ্ছু এক ছাত্র শিশির আহম্মেদ এর সাথে কথা বললে তিনি বলেন,আমাদের এই করোনা মহামারী সময় ভর্তি হতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল কিন্তু ছহিউদ্দীন ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগ আমাদের পাশে দাড়িয়েছেন। এতে আমরা অনেক উপকৃত হচ্ছি।

এই সময় ছহিউদ্দীন ডিগ্রি কলেজ এর অধ্যক্ষ একরামুল আজীম,সহকারী অধ্যাপক লুৎফর রহমান ছাত্র-ছাত্রীদের মাস্ক পরিধান করিয়ে দেন। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে করোনা মহামারী সম্পর্কে সচেতন

বক্তব্য রাখেন।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন,ছহিউদ্দীন কলেজ
ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীবৃন্দ:এস.এম রাতুল,ইস্তেখার আলম রুদ্র,অনিক প্রমুখ।

মেহেরপুরের গোভিপুরে প্রবাসী কল্যাণ সংস্থার ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামে প্রবাসী কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প হয়েছে।

শনিবার সকালে গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হল রুমে বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাজাহানের সভাপতিতে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ।

এসময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মূদুল

এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের ইংরেজি প্রভাষক মনিরুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়নের ইউপি সদস্য আলমগীর হোসেন লালটু, ড.শাহজাহান আলী, জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে ১০০ রুগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় অজ্ঞাত যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

আলমডাঙ্গার একটি মাঠের বট গাছের ডাল থেকে গলায় পাটের আঁশ পেঁচানো অজ্ঞাত যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ১২ সেপ্টেম্বর (শনিবার) সকালে কৃষকরা কালিতলা মাঠে গেলে ওই লাশ দেখতে পায়। লাশের মাথায়, গলায় ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর জানান, সংবাদ পেয়ে অজ্ঞাত যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সে আত্মহত্যা করেছে নাকি তাকে কেউ হত্যা করে লাশ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে তা ময়নাতদন্তের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

প্রত্যক্ষদর্শিরা জানায়, মাথায় ও গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে পাটের আঁশ গলায় পেঁচানো অবস্থায় ওই যুবকের লাশ বট গাছের ডালে ঝুলছিল। তারা মনে করে মাথায় আঘাত ও শ্বাসরোধ করে হত্যার পর গাছের ডালের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হতে পারে।

দর্শনায় ধর্ষিতার পরিবার কে নানা রকম হুমকি দিচ্ছে ধর্ষণকারীর পরিবার

দর্শনা পারকৃষ্ণপুর গ্রামের সুমাইয়া ধর্ষণ ও হত্যাকারী লম্পট মোমিনুল ইসলামের জামিন প্রক্রিয়া চলছে। সুমাইয়ার পরিবারকে নানা ধরণের হুমকি প্রদর্শন করছে মোমিনুলের পরিবারের পক্ষ থেকে। ফলে সুমাইয়ার পরিবারের লোকজন আতংকে দিন কাটাচ্ছে।

আগামী ২২/০৯/২০২০ তারিখে ধর্ষণকারী লম্পট মোমিনুল ইসলামের জামিনের জন্য তার পরিবার জোর প্রক্রীয়া চলছে বলে জানা গেছে। এ বিষয় সুমাইয়ার খাতুনের মা পলি খাতুন ও নানী রোজিনা খাতুন

জানান, লম্পট মোমিনুল ইসলামের মামাতো বোন শিউলী খাতুন, আক্কাস আলীর ছেলে মামা হাফিজুল ইসলাম ও নজু আমাদের পরিবারকে নানা ধরণের হুমকি-ধামকি প্রদর্শন করছে। মোমিনুলকে জামিন করার পর রক্তের বন্যা বয়ে দেবে। কার কটা লাঠি আছে দেখিয়ে দেব। এমনি নানা ধরনের বিশ্রী ভাষায় গালি-গালাজ করছে এবং গায়ে গা লগিয়ে ঝগড়া করতে আসছে বলে দাবী করেন।

উল্লেখ্য গত ০১/০২/২০২০ তারিখে পারকৃষ্ণপুর গ্রামের নাছিরুল ইসলামের কন্যা শিশু ১ম শ্রেনীর ছাত্রী সুমাইয়া খাতুন (০৭) কে একই গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে মোমিনুল ইসলাম (২০) জোর পূর্বক ধর্ষণ করার পর হত্যা করে বলে পুলিশ আলামত দেখে জানান।

গত ০১/০২/২০২০ তারিখ বেলা সাড়ে ১২টার দিকে পারকৃষ্ণপুর মদনা সড়কে পিচ করা দেখছিল সুমাইয়া। এসময় লম্পট মোমিনুল তাকে ফুসলিয়ে আয়ুব আলীর শিম বানের নিচে নিয়ে গিয়ে ধর্ষনের পর হত্যা করে।

সুমাইয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে দিনভর অনেক খুঁজাখুঁজির পর পারকৃষ্ণপুর গ্রামের মসজিদের মাইকে প্রচার করা হয়। এরপর গ্রামের মানুষ সুমাইয়াকে খুঁজতে মাঠে নেমে পড়ে। মাঠ, ঘাট, নদীর পাড় খুঁজতে খুঁজতে রাত সাড়ে ১০টার সময় তাকে আয়ুব আলীর শিম ক্ষেতের মধ্যে মুখের মধ্যে তার পরণের কাপড় গুজে দেওয়া ও রক্তাক্ত অবস্থায় গ্রামবাসী দেখতে পায়।

এরপর দামুড়হুদা থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ সুমাইয়ার লাশ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করেন। এবং ডাক্তারী পরীক্ষা করা হলে ধর্ষনের আলামত পাওয়া যায়।

পরদিন সুমাইয়ার পিতা নাছিরুল ইসলাম বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০/২০০৩ (সংশোধনী) আইনে মোমিনুল ইসলামকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন।
পরে পুলিশ ১৬১ ধারায় আসামীর জবানবন্ধী লিপিবদ্ধ করে জেল হাজতে প্রেরন করেন। এঘটনার বিচার চেয়ে পারকৃষ্ণপুর গ্রামবাসী, তার বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েরো আসামীর দৃষ্টান্তমুলোক শাস্তির দাবী করে মানব বন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেন।

এছাড়া চুয়াডাঙ্গা জেলা লোকমোর্চা, প্রত্যয় সংগঠন ও বিভিন্ন পেশাজীবি, রাজনৈতিক বিভিন্ন সাংস্কৃকিত সংগঠন সুমাইয়া হত্যার বিচারের দাবীতে ফেটে পড়ে। এলাকাবাসীর দাবী আগামী ২২/০৯/২০২০ তারিখে যাতে আসামীর জামিন না হয় সে বিষয় জোর দাবী করেছেন।

মেহেরপুরে ৮২ ব্যাচের বনি’র ইন্তেকাল

মেহেরপুর গরুর হাট বাজারের তারের তৈরি নেট ব্যবসায়ী ও ১৯৮২ সালের এসএসসি ব্যাচ এর সংগঠন ‘বসত’ এর সদস্য আলহাজ্ব বনি ইসরাইল বনি
(৫৫) ইন্তোকাল করেছেন ◌্(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মেহেরপুর বড় বাজারের আজিম মেডিকেল হলের সামনে তিনি হার্ট এ্যাটাক করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন।

তিনি মেহেরপুর পৌর এলাকার দিঘিরপাড়া গ্রামের মৃত মোতাহার হোসেনের ছেলে। স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন। তার এই আকষ্মিক মৃত্যুতে বসত এর সংগঠন থেকে গভির শোক প্রকাশ করা হয়েছে। গত রাত সাড়ে ১০টার দিকে জানাযা শেষে দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে নতুন ৩ জন করোনায় আক্রান্ত :: মোট ৫৮১

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ২ জন, মুজিবনগরে ১জন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৮১ জনে।

আজ সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ১৪ টি রিপোটের মধ্যে ৩ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৭৮২ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৬০ (সদর-২৩, গাংনী- ২৬ , মুজিবনগর – ১১) জন।

এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। তার মধ্যে সদরে- ৭, গাংনী- ৬, মুজিবনগর- ২)।

সুস্থ হয়েছেন ৪৬৩ (সদর-২৫২, গাংনী -১৬৮, মুজিবনগর- ৪৩) জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৪০ জনকে।

জীবননগর হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কে সু-সংগঠিত করার লক্ষ্যে গতকাল বিকাল ৫ ঘটিকার সময় হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খান খোকন।

এ সময় উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপি’র অন্যতম নেতা সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি রেজাউল ইসলাম লাল, সিনিয়র নেতা শফিকুল আলম লিটন, আব্দুল্লাহ আল-মামুন, মিজানুর রহমান।

আরো উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুর রহমান রানা, মামুনুর রশিদ, মেহেদী হাসান, তরিকুল ইসলাম, শাহিন, ছাত্রদল নেতা রুবেল হোসেন, রিমন হোসেন, মাহমুদ হাসান কবির, আক্তারুজ্জামান সহ অত্র ইউনিয়নের সকল নেতা কর্মীবৃন্দ।

এ সময় উপস্থিত সকলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কে সুসংগঠিত

করার লক্ষে সকলকে এক হয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

কোটচাঁদপুরে উপজেলা চেয়ারম্যানের সভা বর্জন করল অন্যান্য সদস্যরা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি’র সেচ্চাচারিতা ও একক আদিপত্ত বিস্তারের প্রতিবাদে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা বর্জন করেছে উপজেলা পরিষদের ২ভাইস চেয়ারম্যান সহ ৯ জন জনপ্রতিনিধি।

বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা থেকে ২জন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলার সকল ইউপি চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত ২জন মহিলা সদস্যরা একমত পোষণ করে এই সভা বর্জন করেন।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় যথারীতি উপজেলা পরিষদের হল রুমে মাসিক সভা শুরু হয়। সভা চলাকালিন সময়ে জনপ্রতিনিধিরা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধেসেচ্চাচারিতা ও একক আদিপত্ত বিস্তারের বিষয়টি তুলে ধরেন। পরিষদ সদস্যরা দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বিষয়টি তুলে ধরলে উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি’র সাথে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের বাক-বিতন্ডা হয়। এতে ৯জন জনপ্রতিনিধি উপস্থিত স্বাক্ষর না করে সভা বর্জন করে হলরুম থেকে বেরিয়ে আসেন।

এরা হচ্ছেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যন রিয়াজ হোসেন ফারুক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকী, সাবদারপুর ইউপি চেয়ারম্যান নওশের আলি নাসির, এলাঙ্গী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খান, বলুহর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন, কুশনা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান, দোড়া ইউপি চেয়ারম্যান কাবিল উদ্দীন বিশ্বাস, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নাছরিন বেগম ও সুচিত্রা মালাকার।

সভা বর্জন করে ওই সকল জনপ্রতিনিধিরা সাংবাদিকদের বলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুননেছা মিকি’র মত আমরাও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি।

কিন্তু উপজেলা পরিষদের সরকারী অনুদান ও বরাদ্দে’র কোন বিষয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান আমাদের সাথে আলাপ না করে সভায় উপস্থিত স্বাক্ষর করে নিয়ে দায় সারেন। তিনি নিজের মত করে কাজ সেচ্চাচারিতা করছেন। অথচ আমরা জনপ্রতিনিধি হলেও নিজ নিজ এলাকার মানুষের জন্য কোন উপকারে আসতে পারছিনা। সভা বর্জনকারী জনপ্রতিনিধিরা বলেন, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এডিবি’র বরাদ্দের ক্রয়-বিক্রয় থেকে শুরু করে বিতরণের কাজও তিনি নিজেই করেন। কখনো আমাদেরকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেন না। যে কারণে বাধ্য হয়ে আমরা সভা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিষয়টি লিখিত ভাবে জেলা প্রসাশক ও বিভাগীয় কমিশনারকে জানাবেন বলে তারা জানান।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, একঘণ্টা ধরে সভা চলছিলো। বর্জনের বিষয়টি ঠিক না। তবে একটি অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটেছে। এবং শেষের দিকে দুই একজন করে হলরুম থেকে বেরিয়ে গেছে। ঘটনাটি কাকতালীয় ভাবে ঘটেছে। সবার সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করছি।
উপস্থিত স্বাক্ষরের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কেউ উপস্থিত থেকে স্বাক্ষর না করে থাকলে তার তো স্বাক্ষর নিতে হবে। এ ঘটনায় জনপ্রতিনিধিদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুননেছা মিকি বলেন, অন্যান্য সদস্যরা নিয়ম বহির্ভূত বায়না করলে তো হবে না । যে কোন অনুদান বা সরকারী বরাদ্দ নিয়ে কাজ করতে গেলে আমার জবাবদিহিতা রয়েছে। যে কারণে আমার এখতিয়ার অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। এতে হট্টগোল করার কিছু নেই।